৩০-০৫-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা বাবার উত্তরাধিকারী হতে হলে নিজেকে সমর্পণ করো, অর্থাৎ সব কিছুর থেকে নষ্টমোহ হও। সাকার বাবাকে সম্পূর্ন অনুসরণ করো"

প্রশ্ন :- পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তথা অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সাধন কি ?

উত্তর :- পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তন - মন এবং ধন সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, এরপর ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর দেখভাল করো। প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকো । শ্রীমত বলে -- তোমরা বাচ্চারা নিজেদের অর্থ পাপ কাজে লাগাতে পারো না । পাপ আত্মাদের দান দেওয়া -- এও পাপ করানোর নিমিত্ত হওয়া তাই যদি অর্থ থাকে তাহলে রুহানী হসপিটাল খোলো -- এতে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে পারবে ।

গীত :- আমাদের তীর্থ সব থেকে আলাদা .....

ওম শান্তি । মিষ্টি বা হারানিধি বাচ্চারা নিজেদের মহিমা শুনেছে । বাবা বুঝিয়েছেন -- ভারতেই পাপাত্মা, ভারতেই পূণ্যাত্মা বলা হয় । ভারতবাসীই পতিত - পাবনকে ডাকে । সত্যযুগে তো পতিত থাকে না । তাকে বলা হয় স্বর্গ, শিবালয়, পুণ্য আত্মাদের ভূমি । কলিযুগ হলো পাপ আত্মাদের ভূমি । ভারতে দান - পুণ্যও অনেক হয় । এই সময় তোমরা বাচ্চারাও বাবাকে তন - মন এবং ধন সবকিছুই দিয়ে দাও । তোমাদের সামনে উদাহরণও আছে । এই ব্রহ্মা বাবা নিমিত্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও তেমন করতে থাকবে । তাই বাবা বলেন, এনার দ্বারা আমি এমন কর্ম করাই যে স্বর্গে ইনি এক নম্বর হয়ে যান । ইনি তন - মন - ধন সব কিছু উৎসর্গ করে তৎক্ষণাৎ নষ্টমোহ হয়ে গিয়েছিলেন । নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকারী না করে এই মায়েদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন । সবকিছু মায়েদের দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছিলেন । তাদের ট্রাস্টি করে দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন -- মায়েরা এই সবকিছুই এখন তোমাদের চরণে বা নিমিত্তে । তোমরা উত্তরাধিকারী হয়ে যাও । ব্যস, তিনি আর কোনো কিছুর দিকে তাকাননি । আমরা তো বাবার হয়ে যাই । ভক্তিমার্গে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ গেয়ে এসেছে -- আমি বলিহারি যাবো, আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । তাই আমি এই মায়েদের নিজের উত্তরাধিকারী বানাই । এই মায়েদের দ্বারাই এই সৃষ্টির কল্যাণ হয় । প্রথমে মাতাদেরকে নিজের গুরু বানিয়ে দিয়েছিলেন । ব্যস, আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । না হলে তো বাচ্চা ইত্যাদির প্রতি মোহ এসে যায় তাই একদম এদের সকলের থেকে মোহ মুক্ত হয়ে বাবার সঙ্গে মন লেগে গেছে । বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে হলে হদের সবকিছুই তো দিতে হবে । কিন্তু বাবা হলেন দাতা, তিনি কখনোই কিছু নেন না । শিববাবা কেবল আমাদের দেনই । তিনি নির্দেশ দেন -- এমন - এমন করো । তাই এই মাতা-রাই গুরু হয়ে যায় । ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব.... প্রথমে আসেন মাতা । সত্যযুগেও প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ । প্রথমে রাধা, তারপরে কৃষ্ণ । বাবা যেমন মায়েদের সামনে রাখেন তেমনই পুরুষদেরও মায়েদের সামনে রাখতে হবে । তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে । বেচারা অবলা ।

তোমরা এই সময় সকলেই জ্ঞান নদী । ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন সাগরে হয় । কলকাতায় ব্রহ্মপুত্র নদী আছে । শিবজয়ন্তীতে ওখানে বড় মেলা বসে । ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের সঙ্গমে সমস্ত যাত্রী যায় । সেখানে গিয়ে সকলেই স্নান করে । শিববাবা হলেন জ্ঞান সাগর আর ব্রহ্মা হলো নদী । এখন তোমরা এসেছো ব্রহ্মা নদী আর সাগরের মেলায় । কিন্তু এ সবই হলো জ্ঞানের কথা । জ্ঞান সাগর থেকে তোমরা নির্গত হয়েছো । জ্ঞান স্নানেই সকলের কল্যাণ হয় । এখানে জলের কোনো ব্যাপার নেই । এই ব্রহ্মপুত্র নদী হলো ব্রহ্মা, শিববাবার সন্তান । তীর্থের রহস্যও তোমরা জানো । আমরা এখন বুদ্ধিযোগের যাত্রায় আছি । এই বুদ্ধিযোগ লাগাতে হয় পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে । ভক্তিমার্গে তো মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে । বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকেই না । বাবা বলেন -- আমি একবারই এসে মত দিই যে, আমার সাথে যোগ লাগাও । এমন আর কেউই বলে না । জ্ঞানের সাগর বাবাই সুখের সাগর এবং আনন্দের সাগর । প্রত্যেকের মহিমা আলাদা - আলাদা । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি হলেন পতিত - পাবন । তিনি হলেন এক, তিনি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার ভূমিকা পালন করছেন । তিনি নিজেই বলেন -- আমি কল্পে কল্পে এসে সবাইকে তীর্থে নিয়ে যাই । সব ভক্তরাই পুরুষার্থ করে মুক্তির জন্য । নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীরা মুক্তি চায়, তারা মনে করে এই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান । এক পাইয়ের সুখ আর বাকি সব দুঃখ । স্বর্গে তো এমন হবে না । বাবা বুঝিয়েছেন, সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গের রজোগুণী হদের সন্ন্যাস । আর এ হলো সতোগুণী বেহদের সন্ন্যাস । আমাদের তো এই সম্পূর্ণ ছিঃ - ছিঃ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে নতুন সৃষ্টিতে আসতে হবে । আমরা তো দেবতা হই, তাই না । মানুষ তো লক্ষ্মীর আহ্বান করে তখন কতো পরিষ্কার করে । এখন তো হলো বেহদের কথা । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পরিষ্কার হতে হবে, পাঁচ তত্বও আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যায় । ওখানে তো এক নম্বর বৈভব থাকে । ফুল ইত্যাদি এমন হয় যে ঘরে বসেও সুগন্ধ আসতে থাকে । আতর ইত্যাদি লাগানোরও প্রয়োজন হয় না ।। ধূপেরও দরকার হয় না । প্রাকৃতিক সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে । স্বর্গের নামেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায় ।

পরম পিতা পরমাত্মা এসে সৃষ্টিকে এমন উঁচু বানান, তাই এমন বাবার সঙ্গে কতো প্রেম করা উচিত । প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, বাবা আমরা নষ্টমোহা হয়ে আপনার সঙ্গে যোগ লাগাবো । আপনাকেই উত্তরাধিকারী করবো । প্রত্যেককেই নিজের নিজের কামাই (ভাগ্য জমা) করতে হবে । তাই এই কামাইয়ের শখ থাকা উচিত । যা করবে তাই পাবে । এই দুনিয়ায় মানুষ যা করবে তাই পাপ করবে । এখন বাবার কাছে বলিহারি গেলেই তোমরা আমার শ্রীমতে চলবে । ধন সবসময় পাত্র বুঝেই দেওয়া হয় । যদি কোনো মদ্যপকে দেওয়া হয় তাহলে তার ফলে দোষ এসে যাবে । কুপুত্র বাচ্চাকে দিলে তার পাপ তোমাদের উপর এসে যাবে। তাই হিসেব - নিকেশ শোধ করো । সমর্পিত হলে এরপর কাউকে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না, না হলে আবারও পাপ হয়ে যাবে । কন্যাদেরও দিতে হবে । যদি স্বর্গের মালিক না হতে চাও, স্বর্গে যেতে না চাও, নরকেই গোত্তা খেতে চাও তাহলে আর কি করা যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে ছোটো বা বড় সকলেরই মৃত্যু হবে । এই যাদব আর কৌরবরা নিজেদের প্ল্যান বানাচ্ছে । পাণ্ডবদের আবার তাদের নিজেদের প্ল্যান । জিত তো পাণ্ডবদেরই হবে, তাই না । স্থূল লড়াইয়ের তো কোনো কথাই নেই । এখানে তো জ্ঞান আর যোগের কথা । শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছুই পড়েছো সেই সবকিছু ভুলে যাও । নতুনভাবে এখানে বসে পড়াশোনা করো । জীবন্মৃত হয়ে বাবার বাচ্চা হলে সবকিছুই ভুলে যাবে । তোমরা হলে ছোটো বাচ্চা । বাবা বলেন, এখন তোমরা আমার হয়ে আমার থেকে শেখো । নিজেকে কোলের ছোটো বাচ্চা মনে করো । বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান । এরমধ্যে যেমন ছোটোও আছে আবার বৃদ্ধও আছে । সবাইকেই বাচ্চা

বানিয়ে দেন । তিনি শ্রীমত দেন -- বাচ্চারা, এখন পর্যন্ত যা কিছুই শুনেছো সব ভুলে যাও । কোনো খারাপ কথা শুনো না, খারাপ জিনিস দেখো না --- কোনো মানুষের কথা শুনো না । মানুষ যা কিছুই করবে সব বেঠিক (আনরাইটিয়াস) এবং ভুল করবে । সবথেকে ভুল হলো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা । আরে, বাবা সর্বব্যাপী হলে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা কার থেকে নেবে । তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে গেলো । শিবোহম বা তত্ ত্বম বলে দিলে আশীর্বাদী বর্সার কথা দাঁড়ায় না । সবাইকে ভুল পথ বলে ডুবিয়ে দেয় । তোমাদের পতিত কে বানায় ? রাবণের মতে চলে তাই বাবা বলেন, এই সবকিছু ভুলে যাও । আমাকে স্মরণ করো । তুমি মৃত মানেই দুনিয়া মৃত তোমার কাছে । প্র্যাকটিকালিও এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতেই হবে । কবরস্থান হতে হবে, তারপর পরীস্থান হবে । বোম্বস পড়বে । সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । তারপর আবারও নতুন হবে । হিরোসিমা এখন কতো নতুন হয়ে গেছে । এখন প্রধানত সম্পূর্ণ ভারত আর সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । মনে করো সবাই এখন মৃত এখানে । এখন পরীস্থান বৈকুন্ঠের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত ।

বাচ্চারা বুঝতে পারে যে এখন বাপদাদা এসেছেন । শিববাবা ব্রহ্মার রথে এসে রথী হন । এমন নয় যে কৃষ্ণ কোনো অর্জুনের রথী হয়েছিলো । তা নয় । পরম পিতা পরমাত্মা এই রথে বসে শোনান । বাবা তো খুবই ব্যস্ত থাকেন । তিনি বলেন, আমি আসি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । তাহলে আমাকে কতো রূপ ধারণ করতে হয় । আমি অনেকের জ্যোতি জাগাই । আমার সাথে যোগ লাগাও, এই পেট্রল ঢালো তাহলেই ব্যাটারী জাগ্রত হবে । প্রদীপ যদি নিভে যায় তাহলে বারে বারে তাতে ঘি ঢালা হয় । বাবা বলেন, এখন সম্পূর্ণ যোগ লাগাও । এ তো জানোই যে বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে আমাদের পড়ানোর জন্য এসেছেন । ভগবান উবাচঃ, ভগবান কি বলেন ? বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যু তোমাদের শিয়রে উপস্থিত । ছোটো - বড় সকলেরই মৃত্যু হবে । এ হলো মৃত্যুলোক । আমি অমরনাথ এসেছি অমর কথা শোনাতে । তোমরা হলে পার্বতী অথবা সীতা । তোমরা সকলেই এখন রাবণের জেলে । শোক বাটিকাতে পড়ে রয়েছো । বাবা এসে তোমাদের অশোক বাটিকাতে নিয়ে যান । সেখানে কোনো শোক থাকে না । এখন তোমরা বাচ্চারা সঠিক আর বেঠিক চিন্তা করার বুদ্ধি পেয়েছো । ঠিক কি, ভুল কি, পুণ্য কি, পাপ কি --- এ সবই তোমরা জানো । যোগ ভঙ্গ হলে মায়া পাপ করিয়ে দেবে, এইসময় মায়া হল তমোপ্রধান তাই প্রতি পদে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । শ্রীমতে চললে কোনো ক্ষতি হবে না । মানুষ তো ভগবানকে চেনে না । বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের শিক্ষা দিতে । তোমরা আমার বাচ্চারা হলে প্রাণের থেকেও প্রিয় । আমি জানি, তোমরা বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে গেছো । এখন আমি তোমাদের সুখের দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । আসল আর নামমাত্র বাচ্চার রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলেছি । আসল বাচ্চাদের প্রতি বাবার নজর থাকে । আসল বাচ্চারা রাজত্বের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেবে । আর নামমাত্র বাচ্চারা প্রজার বর্সা নেবে । এইভাবে সমস্ত দৈব রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা সেই রাজত্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । প্রথম বিষয়ই হলো পবিত্রতার । বিকারের বিকল্প এলেও কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তা করা উচিত নয় । ক্রোধ এলেও তা প্রকাশ করা উচিত নয় । যদি তোমাদের মধ্যে এই বিকারের ভূত থাকে তাহলে লক্ষ্মীকে কিভাবে বরণ করে নেবে । যার মধ্যে পাঁচ বিকার থাকে তাকে বাঁদর বলা হয় । বাবা বাঁদরের পরিবর্তে তাঁর নলিনী বাচ্চির (নলিনী দিদি) ফটো দিয়েছেন । কোনো খারাপ কথা বলো না, কোনো খারাপ জিনিস দেখো না -- এই চিত্র আছে । ওই বচ্চিকে তার লৌকিক পিতা সেন্টার খুলে দিয়েছিলেন । যা কিছু পুঁজি ছিলো তিনি সব বিক্রি করে নলিনীকে দিয়েছিলেন । বাবা যেমন সব

মাতাদের দিয়ে দিয়েছিলেন তেমনই ইনি (কাকু ভাই, নলিনী দিদির পিতা)) নিজের সন্তানকে দিয়েছিলেন । তিনি মনে করেছিলেন, এ তো কন্যাই, কেন না এর দ্বারা শুভ কার্য করাই । নলিনী বচ্চি বলেছিলো - আমি বিয়ে করবো না । ওই অর্থ এই কাজে লাগিয়ে দাও । আমি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার সেবা করবো । যদিও তার পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকেই উত্তরাধিকারী করেছিলেন । তার পদ কতো উঁচু হয়ে যাবে । অনেক উঁচু পদ পাবে । তিনি অনেকের আশীর্বাদ পাবেন কেননা তিনি গডলী হসপিটাল বা গডলী কলেজ খুলেছিলেন । এই সময় মানুষের চলন এমনই যে সব পাপ কাজে লাগিয়ে দেয় । নিজে পাপ করতে আর করাতে থাকে । সবাই পাপাত্মা হয়ে গেছে । এখন বাবা বলছেন --বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রম করো । তোমাদের উপর অনেক পাপের বোঝা আছে । নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো । অন্তিমে যেন এই অবস্থা থাকে । সন্ন্যাসীরাও এমন বসে বসেই চলে যায় । তারা মনে করে আমরা গিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই । ব্যস এই কথা বলে তারা শরীর ছেড়ে দেয় । তখন চারিদিকে গভীর নিঃশব্দতা ছেয়ে যায় । এই বাবা তাঁর নিজের অনুভবের কথা শোনান । অনুভবও তো হয় ।

বাবা বলেন, তোমরা বাচ্চারা হলে এই সৃষ্টির পাপাত্মাদের পূণ্যাত্মায় পরিবর্তন করার জন্য প্রকৃত জ্ঞান গঙ্গা । গঙ্গার ধারে দেবতার মন্দির দেখানো হয়েছে । নাম রেখে দিয়েছে গঙ্গা । এখন জলের নদী তো আর পতিত - পাবনী হতে পারে না । আর না দেবতারা পতিত পাবন । ব্রাহ্মণরাই তো পতিত পাবন । ওরা গঙ্গার ওপর দেবতার ছবি রেখে দিয়েছে । দেবতারা তো পতিতকে পবিত্র করেন না । মানুষের মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যায় । কোথায় ওই জলের নদী আর কোথায় এই দেবতারা । এই সময় তোমরা জ্ঞান গঙ্গায় জ্ঞান স্নান করো তাই তোমরা দেবতা হয়ে যাও । তোমাদের কাজই হল মানুষকে দেবতা বানানো । এখানে আত্মা পবিত্র হয়ে যায় । আত্মাদের ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন ।

বাবা এসে জ্ঞান আর যোগের ইঞ্জেকশন দেন । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাবা এই জ্ঞান আর যোগ শিখিয়েছিলেন, যাকে ভক্তিমার্গের মানুষ প্রাচীন গীতার জ্ঞান আর যোগ বলে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মনে কোনো বিকার এলেও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করো না । রাজত্ব পাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

২) জীবন্মৃত হয়ে নিজেকে ছোট বাচ্চা মনে করতে হবে । এক বাবার থেকেই শুনতে বা শিখতে হবে বাকি সবকিছুই ভুলে যেতে হবে ।

বরদান :- অ-চিন্ত হয়ে বাবার শক্তিকে সাহায্যের রূপে অনুভব কারী চিন্তামুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চা চিন্তা করে -- কি করে সেবার বৃদ্ধি হবে, খুব ভালো ভালো জিজ্ঞাসু না জানি কবে আসবে, কতো পর্যন্ত সেবার জন্য ছুটোছুটি করতে হবে । শুধুমাত্র চিন্তা করলেই সেবার বৃদ্ধি হয় না । চিন্তামুক্ত হয়ে বুদ্ধিকে যদি ফ্রি রাখো তাহলে বাবার শক্তি সাহায্যের রূপে অনুভব করবে আর সেবার বৃদ্ধিও স্বত: হতে থাকবে । বাবা হলেন করাবনহার আর কার্যের নিমিত্ত আমি আত্মা ----- একেই বলা হয় চিন্তা মুক্ত অর্থাৎ একের স্মরণ । তার কোনো চিন্তাই হয় না । যেখানে শুভ চিন্তন থাকে সেখানে কোনো চিন্তা থাকে না ।

স্লোগান :-- নিজের উপরাম এবং পৃথক স্থিতির দ্বারা সর্ব বিষয়ের কিনারা করে নিলে বাবার সাহায্যের অনুভব করবে ।